বার ঘণ্টায়
তাজবীদসহ
কুরআন শিক্ষা

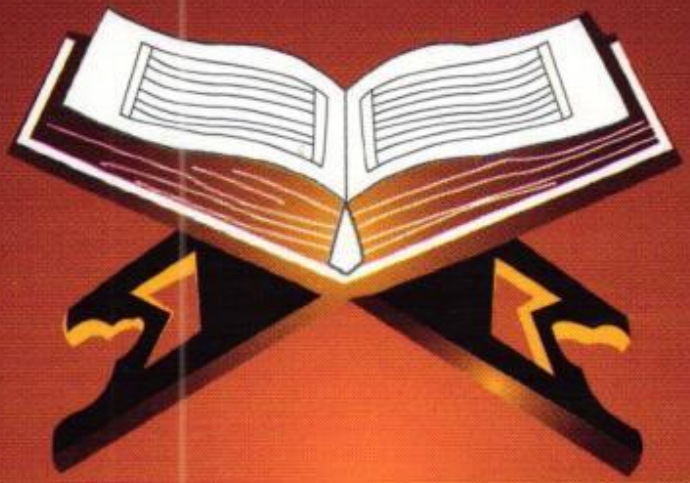

মোহাঃ ছিদ্দীকুর রহমান

বার ঘণ্টায় তাজবীদসহ কুরআন শিক্ষা

www.pathagar.com

বার ঘণ্টায় তাজবীদসহ কুরআন শিক্ষা

মোহাঃ ছিদ্দীকুর রহমান
জেদ্দা, সৌদী আরব

আহসান পাবলিকেশন
বাংলাবাজার ❖ কাটাবন ❖ মগবাজার

www.pathagar.com

বার ঘণ্টায় তাজবীদসহ কুরআন শিক্ষা

মোহাঃ ছিদ্দীকুর রহমান

ISBN : 978-984-8808-13-9

গ্রন্থ স্বত্ব : লেখক

প্রকাশনায়
আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন-৯৬৭০৬৮৬

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ২০১০
রমাযান, ১৪৩১
ভাদ্র, ১৪১৭

প্রচ্ছদ : নাসির উদ্দিন

কম্পোজ ও মুদ্রণ
র‍্যাক্স কম্পিউটার
৩১১ বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট (২য় তলা)
ঢাকা-১০০০। মোবাঃ ০১৭২৬৮৬৮২০২

মূল্য ঃ পঁচিশ টাকা মাত্র

Baro Ghantay Tajbidsoho Quran Shikka
Written by Md.Siddiqur Rahman, Published by Ahsan Publication, Kataban Masjid Campus, Dhaka-1000, First Edition August 2010 Price Tk25.00 only.

AP-72

www.pathagar.com

তোহ্‌ফা

শ্রদ্ধাভাজন মাতাপিতার
নাজাতের উদ্দেশ্যে।

www.pathagar.com

بسم الله الرحمٰن الرحيم

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ.

ভূমিকা

পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহর বাণী। মানব জাতির হেদায়াতের জন্যেই মূলত এ পবিত্র কুরআন আল্লাহ পাক নাযিল করেছেন।

এটি এমনই মহাগ্রন্থ, যার সমকক্ষ কোনো গ্রন্থ না অতীতে রচিত হয়েছে, আর না বর্তমানে কেউ করতে পারছে, না ভবিষ্যতে কেউ রচনা করতে পারবে। তাই আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল মাজীদে বার বার দুনিয়ার সমগ্র মানব জাতির এবং জ্বীন জাতির নিকটে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন।

"এমন কোনো সন্দেহপরায়ণ ব্যক্তি আছো কি? যে

www.pathagar.com

আমার বান্দার উপর নাযিল করা কুরআন অবিশ্বাস করো, তাহলে এ সূরার মতো অন্তত একটি সূরা আনয়ন করো।" (সূরা বাকারা-২৩)

মহান আল্লাহ আরও বলেন– "(হে নবী!) আপনি বলুন, যদি পৃথিবীর মানুষ আর জ্বীন সব একত্রিত হয়ে কুরআনের অনুরূপ কুরআন বানাতে চায়, তবুও তারা এর অনুরূপ রচনা করতে পারবে না।" (সূরা বনী ইসরাঈল-৮৮) অর্থাৎ তোমরা যদি জ্বীনদের সাহায্যকারী মানুষ হও, আর মানুষের সাহায্যকারী জ্বীনেরা হও। সমস্ত পৃথিবীর মানুষ আর জ্বীন একত্রিত হয়ে প্রচেষ্টা চালালেও পবিত্র কুরআনের সূরার মতো একটি সূরাও কেউ বানাতে পারবে না।

আল্লাহর এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা আজ পর্যন্ত কারো সম্ভব হয়নি এবং হবেও না। কারণ কুরআনের কথা, ভাব, রস, ব্যঞ্জনা, দ্যোতনা, তাল, ছন্দ সবকিছুই অসীম আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। কুরআনের বাণীতে রয়েছে অমীয় সুধা। যা একমাত্র বুঝে বুঝে ও তাজবীদসহকারে পাঠকারী ও শ্রবণকারী পান করে থাকে। কুরআনের ভাষা, লালিত্য, মাধুর্য,

www.pathagar.com

রচনাশৈলী গতিময় ছন্দ এবং শব্দ বিন্যাস মানুষকে মুগ্ধ করেছে চিরকাল।

তাই দেখা যায় সেই আইয়ামে জাহেলিয়াতের লোকেরা ইসলামের চরম শত্রু কাফির, মুশরিকদের নেতারা পর্যন্ত কুরআন নিজেরা শুনবো না, অন্য কাউকেও শুনতে দেবো না বলে আইন পাস করে তার ঘোষণা দিলেও তারাই আবার রাতের অন্ধকারে, চুপিসারে রাসূল (সা)-এর ঘরের চারদিকে সারারাত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাসূল (সা)-এর নামাযে পাঠ করা কুরআনের আয়াত শুনতো এবং আবারও শোনার জন্যে অধীর আগ্রহে প্রহর গুনতো।

কিন্তু বড়ই দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে, আজকের পৃথিবীতে অমুসলিমরা কুরআন শোনা ও বুঝার জন্যে পাগলপারা হয়ে উঠলেও আমরা মুসলিমরা এর থেকে দিন দিন দূরে সরে যাচ্ছি। বিশেষ করে বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের ৯০% .....কুরআন পাঠ করতে জানেন না। আর যারা অন্তত পাঠ করতে পারেন, তাদের মধ্যে বেশির ভাগ লোকেরাই এর ভাব ও অর্থ বুঝেন না এবং তাজবীদও জানেন না।

www.pathagar.com

তাই ১৯৯৬ সনে সৌদী আরবের পবিত্র মক্কা আল-মুকাররমায়, এরপর জেদ্দায় কিছু ভাইদের বাসায় ও মেসে (ছাত্রাবাসে) বিশুদ্ধ কুরআন শিক্ষার পদক্ষেপ নিই। সাথে সাথে প্রবাসী ভাইদের মধ্য থেকে প্রস্তাব আসতে থাকে সহজ পদ্ধতি অনুসরণ করে তাজবীদের একটি বই প্রকাশ করতে।

তাই বেশ কিছু তাজবীদের কিতাব থেকে বাছাই করে একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে পাঠকদের সামনে বই আকারে প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করি।

যারা আমাকে সার্বিকভাবে পরামর্শ ও সহযোগিতা করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন– ইসলামী ও দিগন্ত টিভির আলোচক ও রেডিও সৌদী আরবের বাংলা বিভাগের আলোচক এবং চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা ক্যাম্পাসের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন ডঃ মোঃ মতিউল ইসলাম। মক্কা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রীপ্রাপ্ত জেদ্দা ইসলামী গাইডেন্স সেন্টারের সম্মানিত শিক্ষক এবং রেডিও সৌদী আরবের বাংলা

www.pathagar.com

বিভাগের সংবাদ পাঠক, আলেমে দ্বীন, হাফেয মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন। জেদ্দাস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের সাবেক কনস্যুলার সহকারী এবং রেডিও সৌদী আরবের বাংলা বিভাগের সংবাদ পাঠক, আলেমে দ্বীন মোহাঃ জিল্লুর রহমান হাশেমী।

পাণ্ডুলিপিটি কম্পোজ হওয়ার পর প্রয়োজনীয় সম্পাদনা ও প্রুফ দেখেছেন মাওঃ মোঃ মাসুম বিল্লাহ বিন রেজা (ইসলামী আলোচক,BTV, NTV)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউসের মেহমান হিসেবে কবুল করুন।

এ বইটি নোটবুক আকারে প্রকাশ করা হলো, যাতে ছোট বড় সকলেই বইটি পকেটে রেখে তাজবীদের মৌলিক বিষয়গুলো বার বার পড়ে, অন্তরে বদ্ধমূল করার সুযোগ পায়। আর প্রাথমিক পর্যায়ের তাজবীদ শিক্ষার্থী পাঠকগণ এই বই থেকে কিছুটা উপকৃত হলেও পরকালে আল্লাহর দরবারে এর প্রতিদান পাব ইনশাআল্লাহ। সম্মানিত পাঠকদের দৃষ্টিতে কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে মেহেরবানী করে নিম্ন ঠিকানায় পরামর্শ ও পত্র দেয়ার অনুরোধ রইল।

www.pathagar.com

পরিশেষে মহান আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ, তিনি যেন মুসলিম সমাজকে তাঁর পবিত্র বাণী আল কুরআনুল কারীমকে বিশুদ্ধভাবে পাঠ করে ও তার ভাবার্থ বুঝে আমল করার তাওফিক দান করেন, আমীন।

বাংলাদেশ ঠিকানা
প্রযত্নে ঃ হাজী মোঃ শহর আলী
গ্রাম+পো+থানা ঃ মনোহরদী
জেলা ঃ নরসিংদী, বাংলাদেশ।

মোঃ ছিদ্দীকুর রহমান
জেদ্দা, সৌদী আরব
২৮ জুন, ২০১০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দু'টি জরুরি বিষয়

ক. শুধু তাজবীদের কিতাব মুখস্থ করেই যেমন কোনো ব্যক্তি ক্বারী হয়ে যায় না, তেমনি কুরআনের বিশুদ্ধ তিলাওয়াতকারিও হতে পারে না।

বরং বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শিখতে হলে যেমন দরকার তাজবীদের হুকুম-আহকাম মুখস্থ করা, তেমনি দরকার একজন অভিজ্ঞ উস্তাদের (শিক্ষকের) নিকট থেকে প্রশিক্ষণ নেয়া। একজন উস্তাদের নিকট ট্রেনিং না নিয়ে শুধু হুকুম-আহকাম মুখস্থ করে একাকী চেষ্টার মাধ্যমে কুরআনের বিশুদ্ধ তিলাওয়াত কোনো মতেই সম্ভব নয়।

সুতরাং তাজবীদ ও বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শিখতে হলে অবশ্যই একজন অভিজ্ঞ শিক্ষকের নিকট ট্রেনিং (প্রশিক্ষণ) নেয়া অতীব জরুরি।

খ. আজকাল কিছু কিছু লেখককে কুরআনের আয়াতের নিচে বাংলা অক্ষরে আয়াতের উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করতে দেখা যাচ্ছে। বাংলা অক্ষরে লিখা কুরআনের আয়াতের বিশুদ্ধ পঠন কোনো সাধারণ লোকতো দূরে থাক, কোনো অভিজ্ঞ ক্বারীর পক্ষেও তিলাওয়াত সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

এতে উচ্চারণে মারাত্মক ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

উচ্চারণে ভুল হলে অর্থেও ভুল হওয়া স্বাভাবিক।

আর কোনো কোনো শব্দ বা আয়াত উচ্চারণে ভুল হওয়ার কারণে পাঠকারী গোনাহে কবীরার (বড় গুনাহ) দায়ে পড়ে যায়। এজন্যে কুরআন শিখতে ইচ্ছুক ও বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শিখতে আগ্রহী সকলকেই সরাসরি আরবী অক্ষরের মাধ্যমেই প্রচেষ্টা চালানো উচিত।

এলমে তাজবীদের কয়েকটি জরুরি বিষয়

তাজবীদের (تَجْوِيْد) এর আভিধানিক অর্থ উন্নতি সাধন করা, বিশুদ্ধ পাঠ করা। পারিভাষিক অর্থে তাজবীদ হচ্ছে– কুরআনের প্রতিটি কালিমা (كَلِمَة), এর প্রতিটি হরফ (حَرْف), হারাকাহ (حَرَكَة), তানবীন (تَنْوِيْن), সুকুন (سُكُون) এবং মাদ্দ-কে তার প্রাপ্য হক ও সিফাতসহ যথাযথ স্থান হতে বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা।

* কালিমা (كلمة) অর্থ শব্দ বা পদ।
* হরফ (حرف) অর্থ অক্ষর বা চিহ্ন।
* হারাকাহ (حركة) অর্থ নড়াচড়া করা।

www.pathagar.com

এখানে হারাকাহ অর্থে যবর (ـَ) যের (ـِ) এবং পেশ (ـُ) কে বুঝানো হয়েছে। হারাকাহ শব্দের যে কোনো অক্ষরে ব্যবহৃত হতে পারে।

* তানবীন (تنوين) অর্থ নূনের মতো রূপদান করা। এখানে তানবীন বলতে দু'যবর (ـً) দু'যের (ـٍ) এবং দু'পেশ (ـٌ) কে বুঝানো হয়েছে। তানবীন কেবলমাত্র কোনো শব্দের শেষ অক্ষরে পতিত হয়ে একটি অতিরিক্ত ও অলিখিত সাকিন প্রাপ্ত নূনের উপস্থিত আনায়ন করে তাই এগুলোকে তানবীন বলে।

* সুকুন (سكون) অর্থ স্থির বা স্টপ্ (Stop)।

এখানে এ (ـْ) চিহ্নকে সুকুন বলা হয়েছে। যেহেতু এ (ـْ) চিহ্ন কোনো মাদ্দহীন অক্ষরের উপর পতিত হয়ে সে অক্ষরের উচ্চারণগত নড়াচড়াকে বন্ধ করে দেয়, সেহেতু তাকে সুকুন (ـْ) বলা হয়।

* মাদ্দ (مَدّ) অর্থ লম্বা বা দীর্ঘ। এখানে মাদ্দ অর্থ কোনো অক্ষরকে লম্বা বা টেনে পড়াকে বুঝানো হয়েছে।

* সিফাত (صفة) অর্থ গুণ। এখানে অক্ষর উচ্চারণের

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে কণ্ঠস্বরের মোটা বা চিকন ইত্যাদি রূপকে সিফাত বুঝানো হয়েছে।

* মাখরাজ (مخرج) অর্থ বের হবার স্থান বা রাস্তা। এখানে মাখরাজ বলতে অক্ষরের উচ্চারণের স্থানকে বুঝানো হয়েছে। আর বহু বচনে অক্ষরসমূহের উচ্চারণের স্থানকে, মাখারেজুল হুরূফ (مخارج الحروف) বলা হয়।

এলমে তাজবীদের (تجويد) মূল উদ্দেশ্য হলো কুরআনে কারীম যেভাবে নাযিল হয়েছে ঠিক সেভাবে তিলাওয়াত করা।

এলমে তাজবীদের (تجويد) শরয়ী মর্যাদা ও তার হুকুম হলো তাজবীদের জ্ঞানার্জন ফরযে কিফায়া এবং কুরআন পাঠের সময় তার ব্যবহার ফরযে আইন, দলীল। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلاً. (সূরা আল মুয্যাম্মিল)

"এবং কুরআন পাঠ করো সুন্দর করে তাজবীদসহকারে।"

আল্লাহর কুরআন সুন্দর ও সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করতে মুহাম্মদ (সা) নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ সুন্দর কণ্ঠ দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করলে মানুষের হৃদয়ে

www.pathagar.com

এর প্রভাব পড়ে। বারা ইবনে আযিব (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ

زَيِّنُوا الْقُرْاٰنَ بِاَصْوَاتِكُمْ فَاِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيْدُ الْقُرْاٰنَ حَسَنًا. (رواه الحاكم - صححه الألبانى)

"তোমরা সুন্দর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত কর। কেননা তোমাদের মধুর কণ্ঠের মাধ্যমে আল কুরআনের তিলাওয়াতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।"

"সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে আবু মূসা আশআরী (রা) অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। একদিন তিনি কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। তখন রাসূল (সা) সেখান দিয়ে গমন করেন। তিনি তাঁর তিলাওয়াত শুনে থমকে দাঁড়ালেন এবং নিবিষ্ট মনে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে থাকেন। এরপর রাসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাকে দাউদ (আ) এর সুমধুর কণ্ঠস্বর দান করেছেন। একথা শুনার পর তিনি রাসূল (সা)-কে বললেন ঃ আপনি আমার তিলাওয়াত শুনছেন, একথা আমার জানা থাকলে

www.pathagar.com

আরো সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করতে চেষ্টা করতাম।"

আবু লুবাবাহ বশির বিন আবদুল মোনজের বলেন ঃ রাসূল (সা) বলেছেন ঃ

مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ فَلَيْسَ مِنَّا. (ابو داود)

"যে সুন্দর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করে না, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।"

রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ

مَا أَذِنَ اللّٰهُ لِشَيْءٍ أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنَ الصَّوْتِ يَتَغَنّٰى بِالْقُرْاٰنِ يَجْهَرُ بِهِ. (متفق عليه)

"মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে সুন্দর ও উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করতে নির্দেশ দিয়েছেন।"

তাই, যারা সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করেন, এতে তাদের রূহের (আত্মার) শক্তি বৃদ্ধি পায়, অন্তরের মধ্যে এর প্রভাব পড়ার কারণে নয়ন অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ে এবং কুরআনকে সে জীবনের পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। (হাকেম, আলবানীর দৃষ্টিতে সহীহ হাদীস, তাফসীরে ইবনে কাসীর)

www.pathagar.com

অশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াতকারী সম্পর্কে সাবধান বাণী দিয়ে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ

رُبَّ قَارِئٍ لِلْقُرْاٰنِ وَالْقُرْاٰنُ يَلْعَنُهُ.

"কুরআন শরীফের বহু তিলাওয়াতকারী এমন আছেন যাদেরকে কুরআন নিজেই অভিসম্পাত করে।"

কুরআন যার বুকের মধ্যে থাকে সে হয় সমৃদ্ধ। আর যার বুকের মধ্যে থাকে না সে হয় সব চাইতে ফকীর ও ইয়াতীম। আল্লাহর নবী (সা) বলেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِىْ لَيْسَ فِىْ جَوْفِهٖ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ .

"যেই দেহের ভেতরে কুরআন নেই সেই মানুষটি হচ্ছে একটি বিরান বাড়ির মতো।" অর্থাৎ সে বাড়িতে হুতুম পেঁচা থাকে, সাপ থাকে, তেলাপোকা থাকে, ইঁদুর থাকে, জ্বীন থাকে, শয়তান থাকে ইত্যাদি। (তিরমিযী)

আল্লাহর নবী আরো বলেন ঃ

لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ. (مسلم)

www.pathagar.com

"তোমাদের ঘরগুলোকে কবর বানাইও না।" অর্থাৎ যে ঘরের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত হয় না সে ঘর কবরের সমতুল্য।

তাজবীদের বিষয় বস্তু হচ্ছে– আল কুরআনুল কারীম।

এলমে তাজবীদের ফযিলত

"কুরআন পাঠককে বলা হবে, মিষ্টি স্বরে তাজবীদসহকারে কুরআন পাঠ করে শোনাও যেমনভাবে দুনিয়ায় তাজবীদসহকারে মিষ্টি সুরে পাঠ করতে। নিশ্চয়ই (আজকের দিনে) তোমাদের মর্যাদা তোমাদের ক্বিরাতের শেষ আয়াতের নিকটে (নির্ধারিত) হবে।" (আবু দাউদ, তিরমিযী)

রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهٗ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشَرِ اَمْثَالِهَا. (رواه الترمذى)

"যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের একটি অক্ষর পাঠ করবে সে নেকী লাভ করবে। আর একটি নেকীর প্রতিদান হচ্ছে দশটি।" (হাদীসটি ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেছেন।

www.pathagar.com

অন্য হাদীসে আছে ঃ

اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ تِلاَوَةُ الْقُرْاٰنَ.

"নফল ইবাদতগুলোর মধ্যে কুরআন তিলাওয়াতই হলো সর্বোত্তম ইবাদত।" (আল ফিরদাউস বি সামুরিল কিতাব-হাদীস নং-১৪১৫)

আরেক হাদীসে আছে ঃ

خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ.

"তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যে কুরআন শরীফ নিজে শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।" (বুখারী)

রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ

اِقْرَؤُوا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهُ يَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِاَصْحَابِهِ. (رواه مسلم)

"তোমরা কুরআন পাঠ করো। কেননা এটি কিয়ামতের দিন পাঠকের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে।" এছাড়াও কুরআন তিলাওয়াতের ফযিলত সম্পর্কে আরও বহু হাদীস রয়েছে যা, এ ক্ষুদ্র

www.pathagar.com

পরিসরে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করে হাদীসে বর্ণিত ফযিলতের ভাগী হওয়ার তাওফীক দান করুন, আমীন।

* এলমে তাজবীদ শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে– কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতে ভুল হতে নিজেকে হিফাযতের মাধ্যমে ফরয আদায় করা।

www.pathagar.com

* প্রিয় পাঠকগণ, সহীহ শুদ্ধ করে কুরআন পড়া ফরয।

কিন্তু আমরা অনেকে কুরআন পড়তেও জানি না।

এর মাঝে যারা কিছুটা পড়তে পারে, তাও শুদ্ধ করে পড়তে পারি না।

এটা কি আমাদের জন্য ভাল লক্ষণ? কখনও ভাল লক্ষণ নয়।

বরং কুরআন পড়া শিখলে, বুঝলে, বিশ্বাস করলে এবং আমল করলে, আল্লাহ পাক ভাগ্য খুলে দেবেন। তা না হলে পরকালের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। আমরা যারা কুরআন পড়তে পারি না, আবার যারা ভুল পড়ি, আমাদের ধারণা হলো, শুদ্ধ করে কুরআন পড়া, শিখা বা বুঝা অত্যন্ত কঠিন কাজ।

আসলে এটা শয়তানের ওয়াস-ওয়াসা (কুমন্ত্রণা) ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাদের হেদায়াত ও নাজাতের জন্য কুরআন নাযিল করেছেন। আর (সাহেবে কুরআন) অর্থাৎ সেই কুরআনের মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন ঃ

www.pathagar.com

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ.

"আমি কুরআনকে বুঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোনো চিন্তাশীল আছে কি?" (সূরা কামার-১৭)

এখানেই শেষ নয়, একটু চিন্তা করে দেখুন। যে রাসূল (সা) এর ওপর যখন কুরআন নাযিল হচ্ছিল, তখন তিনি মুখস্থ করছেন। মুখস্থ করতে গিয়ে আল্লাহর নবী তাড়াহুড়া করছিলেন। তখন আল্লাহ পাক শুনিয়ে দিলেন।

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ

"(হে নবী!) আপনি জিহ্বাকে (কুরআন মুখস্থের) জন্য তাড়া তাড়ি করবেন না।" (সূরা কিয়ামাহ-১৬)

অর্থাৎ কুরআনে কারীম মুখস্থ করার জন্য এতো কষ্ট এতো তাড়াহুড়া করার কোনো প্রয়োজন নেই। জিবরাঈল (আ) যখন আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেন তখন শুধু তার সাথে তিলাওয়াত করে যাবেন।

মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ.

"আপনাকে (কুরআন) জমা করে দেয়া এবং

www.pathagar.com

পড়ানোর দায়িত্ব আমার।" অর্থাৎ ত্রিশ পারা কুরআন শরীফ আপনার বুকের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে মুখস্থ করানোর দায়িত্ব আমি আল্লাহ পাকের। (সূরা কিয়ামাহ-১৭)

তাছাড়া কুরআন শিক্ষা যে সহজ, তার প্রমাণ এই পৃথিবীর হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি (বর্তমানে প্রায় ৬ কোটি) কুরআনে হাফেয।

যারা এতো বড় বিশাল কুরআন মুখস্থ করে বুকের মাঝে রেখে দিয়েছেন। প্রিয় পাঠকবৃন্দ, আমাদের জীবনের প্রথম ফরযই হলো পড়া। অতএব এই কুরআন যারা জানেন, অবশ্যই তা অন্যদেরকে শিক্ষা দেবেন। এটা প্রত্যেকটি মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। অপরদিকে যারা কুরআন পড়তে পারি না, যার কাছে, যেখানে, যেভাবেই হোক, আমাদেরকে কুরআন পড়া শিখতেই হবে। কারণ এটা আমাদের ওপর ফরয দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায়।

মনে রাখতে হবে, নামায আদায় করা যেমন ফরয, তেমনিভাবে নামাযে শুদ্ধ করে কুরআন পড়াও ফরয। সুতরাং এভাবে দোয়া করা উচিত –

www.pathagar.com

হে আল্লাহ! শুদ্ধ করে কুরআন পড়া না শিখা পর্যন্ত আমাদেরকে মৃত্যু দিও না। আমীন॥

সুপ্রিয় পাঠক, আসুন আমরা যারা কখনো কুরআন পড়িনি, সেসব ছোট বড় বৃদ্ধ ও সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য অত্যন্ত অল্প সময়ে, সহজভাবে, এলমে তাজবীদসহ মাত্র বার ঘণ্টায় শুদ্ধ করে কুরআন পড়া শিক্ষা করি।

একজন নিরক্ষর মানুষ সপ্তাহে এক ঘণ্টা সময় ব্যয় করে, মাত্র বার ঘণ্টায় এলমে তাজবীদসহকারে সহীহভাবে কুরআন পড়া শিখেছেন, বা পড়েছেন, জেদ্দায় (সৌদী আরবের রাজধানী) তার প্রমাণস্বরূপ একাধিক লোক রয়েছেন। তবে সময়ের কম বেশী, যারা প্রশিক্ষণ দেন, তাদের কৌশল গ্রহণ ও যারা শিক্ষা গ্রহণ করবেন, একান্তই তাদের আন্তরিকতা ও চেষ্টার উপর নির্ভরশীল।

বিঃ দ্রঃ আরবী উচ্চারণের সাথে বাংলার কোনো সম্পর্ক নেই। তথাপি নীচে যে বাংলা উচ্চারণ দেয়া হলো, তা সবেমাত্র আরবী অক্ষরের উচ্চারণ শিখার ক্ষেত্রে সহায়ক মাত্র।

www.pathagar.com

* আসুন এবার আমরা হুরূফে তাহজ্জী বা আরবী বর্ণমালা শিখি ঃ

ا - ب - ت - ث - ج - ح - خ - د - ذ

জাল, দাল, খ, হ্যা, জীম, ছা, তা, বা, আলিফ,

ر - ز - س - ش - ص - ض - ط - ظ

জ, ত্ব, দদ, সদ, শীন, সীন, যা, র,

ع - غ - ف - ق - ك - ل - م - ن

নূন, মীম, লাম, কাফ, ক্বফ, ফা, গঈন, আঈন,

و - ه - ء - ي

ইয়া, হামযাহ, হ্যা, ওয়াও

* এবার আমরা আরবী অক্ষরগুলোর সহীহ উচ্চারণ (বিশুদ্ধ উচ্চারণ) মনে রাখার জন্য, নীচের অক্ষরগুলো মুখস্থ করে নেব।

ক. আরবীতে ৩টি অক্ষর নরম করে উচ্চারণ করতে হবে। যথা ঃ

ث - ذ - ظ

জ, জাল, ছা

www.pathagar.com

খ. আরবীতে ৪টি অক্ষর শক্ত করে উচ্চারণ করতে হবে। যথা ঃ

ج - ز - س - ص

সদ, সীন, যাা, জীম

গ. আরবীতে ৯টি অক্ষর একটু গোল করে উচ্চারণ করতে হবে। যথা ঃ

خ - ر - ص - ض - ط - ظ - غ - ق - و

ওয়াও, ক্বফ, গঈন, জ, ত্ব, দদ, সদ, র, খ

* ظ জ, নরম ও গোল, ص সদ, শক্ত ও গোল।

* নরম, শক্ত ও গোল ছাড়া বাকী অক্ষরগুলো হলো ঃ

ب - ت - ح - د - ش - ع - ف - ك

কাফ, ফাা, আঈন, শীন, দাাল, হাা, তাা, বাা

ي - ء - ه - ن - م - ل

ইয়াা, হামযাহ, হাা, নূন, মীম, লাম

* কয়েকটি অক্ষরের প্রয়োজনীয় উচ্চারণ

www.pathagar.com

আরবী অক্ষরগুলোর প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা উচ্চারণ ভঙ্গী রয়েছে। বিভিন্ন অক্ষরের উচ্চারণের পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য না করলে, নিজের অজান্তে গোনাহ হয়ে যাবে।

তাই এখন আমরা কয়েকটি অক্ষরের প্রয়োজনীয় উচ্চারণ শিখে নেব।

১. ت পড়ার সময় ط এর মতো মোটা করে পড়বে না, বরং চিকন করে পড়তে হবে।

২. ث নরমভাবে পড়তে হবে, س ও ص এর ন্যায় তাকে কঠিন স্বরে পড়বে না।

৩. ص কখনো س এর মতো চিকন পড়া যাবে না।

৪. ذ নরমভাবে আদায় করবে, ز এর মতো শক্ত করা যাবে না।

৫. ق কখনও ك এর মতো চিকন করে পড়বে না।

৬. ض মোটা ও د কে বিশেষ লক্ষ্য রেখে চিকন করে পড়বে।

৭. ذ চিকন ও و মোটা করে পড়বে।

www.pathagar.com

৮. ع এবং ء এর পার্থক্য সব সময় খেয়াল রাখবে। ء হামযাহ কণ্ঠনালীর শুরু হতে এবং ع আঈন কণ্ঠনালীর মধ্যখান হতে উচ্চারণ করতে হবে।

৯. ه হাওয়ায, ح হুত্তী হতে অবশ্যই পৃথক করে আদায় করবে। ه হাওয়ায কণ্ঠনালীর শুরু হতে আর ح হুত্তী কণ্ঠনালীর মধ্যখান হতে উচ্চারণ করতে হবে।

* মোটকথা ঃ অক্ষর উচ্চারণের মাঝে পার্থক্য না করলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নামায পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায়। যেমন ঃ

وَانْحَرْ এর স্থলে وَانْهَرْ পড়লে

اَلصَّيْف এর স্থলে اَلسَّيْف পড়লে

قُلْ هُوَ اللّٰهُ এর স্থলে كُلْ هُوَ اللّٰهُ পড়লে

أَثْمٌ এর স্থলে أَسْمٌ পড়লে

* এই বইয়ের আরবী অক্ষরের বাংলা উচ্চারণ, বাংলাদেশের সর্বজন স্বীকৃত সরকারি প্রতিষ্ঠান ইসলামী ফাউন্ডেশনের বিশ্বকোষের অনুকরণ লিখা হয়েছে।

www.pathagar.com

* মাখারেজুল হুরূফ (مَخَارِجُ الْحُرُوْف)

আরবী অক্ষরসমূহের উচ্চারণের স্থানসমূহ ঃ

আরবী বর্ণমালা মোট ২৯ টি, মাখরাজ ১৫টি, গুন্নাহ ও মাদ্দসহ মোট ১৭টি।

মূলত, এই অক্ষরগুলো মুখের পাঁচটি স্থান হতে উচ্চারিত হয়। যথা ঃ (১) হালক (حَلْقٌ) বা কণ্ঠনালী। (২) লিসান (لِسَانٌ) বা জিহ্বা। (৩) শাফাতাইন (شَفَتَيْن) বা দু'ঠোঁট। (৪) জাওফ (جَوْفٌ) বা মুখের খালিস্থান। (৫) খাইশুম (خَيْشُوْم) বা নাকের বাঁশি।

নিচে ১৭টি মাখরাজের বিবরণ দেয়া হলো ঃ

হালক (حَلْقٌ) বা কণ্ঠনালীতে ৩টি যথা ঃ

১. কণ্ঠনালীর শুরু হতে ء - ه উচ্চারিত হয়। (সিনার দিক থেকে)।

২. কণ্ঠনালীর মধ্যখান হতে ع - ح উচ্চারিত হয়।

৩. কণ্ঠনালীর শেষভাগ হতে غ - خ উচ্চারিত হয়।

www.pathagar.com

লিসান (لِسَانُ) বা জিহ্বাতে ১০টি যথা ঃ

৪. জিহ্বার গোড়া ও এর বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় ق

৫. জিহ্বার গোড়া থেকে একটু আগে বেড়ে তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় ك

৬. জিহ্বার মধ্যখান তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়

ج - ش - ي

৭. জিহ্বার গোড়ার কিনারা তার বরাবর উপরের মাঁড়ির দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়- ض

৮. জিহ্বার অগ্রভাগ বা আগার কিনারা ও সামনের উপরের দাঁতের মাঁড়ির সঙ্গে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় ل

৯. জিহ্বার অগ্রভাগ বা আগা তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় ن

১০. জিহ্বার অগ্রভাগ বা আগার পিঠ তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় ر

১১. জিহ্বার অগ্রভাগ বা আগার সামনের উপরের দুই

www.pathagar.com

দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়–

ت - د - ط

১২. জিহ্বার অগ্রভাগ বা আগার সামনের নীচের দুই দাঁতের অগ্রভাগের সঙ্গে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়–

ز - س - ص

১৩. জিহ্বার অগ্রভাগ বা আগার সামনের দুই দাঁতের অগ্রভাগের সঙ্গে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়– ث - ذ - ظ

শাফাতাইন (شَفَتَيْن) বা দু'ঠোঁটে ২টি যথা ঃ

১৪. নীচের ঠোঁটের পেট সামনের উপরের দুই দাঁতের অগ্রভাগের সঙ্গে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়– ف

১৫. দুই ঠোঁটের মাঝখান হতে উচ্চারিত হয়–

ب - م - و

জাওফ (جَوْفٌ) মুখের খালিস্থানে ১টি যথা ঃ

১৬. মুখের খালিস্থান হতে মাদ্দের অক্ষর উচ্চারিত হয় - بَا - بِىْ - بُوْ

খাইশুম (خَيْشُوْم) নাকের বাঁশিতে ১টি যথা ঃ

www.pathagar.com

১৭. নাকের বাঁশি হতে গুন্নার অক্ষর উচ্চারিত হয়

مّ - نّ

আরবী স্বর চিহ্নের অনুলিখন

১. ـَ উপরের কোণা কোণি টানকে যবর বলে। যবরের আকার (া-কার) উচ্চারণ হয়। যেমন- اَحَدَ আহাদা।

২. ـِ নীচের কোণা কোণি টানকে যের বলে। যের ই-ি-কার উচ্চারিত হয়। যেমন ঃ بِشْرِ বিশিরি।

৩. ـُ উপরের এক মাথা গোলকে পেশ বলে। পেশে উ-ু-কার উচ্চারিত হয়। যেমন ঃ لُطُفُ লুতুফু।

বিঃ দ্রঃ আরবী অক্ষরগুলোর মধ্য হতে ৮টি অক্ষর আকার উচ্চারণ হবে না। এই ৮টি অক্ষর হলো ঃ

ق غ ظ ط ض ص ر خ

ক্বফ, গঈন, জ, ত্ব, দদ, সদ, র, খ

www.pathagar.com

* এক যবর ـَ এক যের ـِ এক পেশকে ـُ হরকত বলে। হরকত অর্থ নড়া চড়া করা। হরকত তাড়া তাড়ি পড়তে হয়। যথা ঃ

اَ بَ تَ ثَ جَ حَ خَ دَ ذَ رَ زَ سَ شَ صَ ضَ طَ ظَ

عَ غَ فَ قَ كَ لَ مَ نَ وَ هَ ءَ يَ

خَلَقَ - نَصَرَ - فَعِلَ - نُزِلَ - ظُلِمَ - طَبِعَتِهٖ -

* দুই যবর (ـً) দুই যের (ـٍ) দুই পেশ (ـٌ) কে তানবীন (تنوين) বলে। তানবীন অর্থ নূনের মতো রূপদান করা। অর্থাৎ নূন নেই কিন্তু উচ্চারণ নূনের (ن) মতো হবে। যথা ঃ

اَ بً تً ثً جً حً خً دً ذً رً زً سً شً صً ضً طً ظً

عً غً فً قً كً لً مً نً وً هً ءً يً -

عِبَادَةً - اَنْبَتَ - ثَمَرٌ - غَاسِقٍ -

www.pathagar.com

* (◌ْ) উপরের বাঁকা চিহ্নকে জযম বলে। জযম (◌ْ) অর্থ স্থির বা স্টপ্। জযমবিশিষ্ট অক্ষর একা পড়া যায় না। ডানের অক্ষরের সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হয়। যথা ঃ

اَبْ اِبْ اُبْ ـ اَتْ اِتْ اُتْ ـ اَثْ اِثْ اُثْ ـ اَجْ اِجْ اُجْ ـ اَحْ اِحْ اُحْ ـ اَخْ اِخْ اُخْ ـ اَدْ اِدْ اُدْ ـ اَذْ اِذْ اُذْ ـ اَرْ اِرْ اُرْ ـ اَزْ اِزْ اُزْ ـ اَسْ اِسْ اُسْ ـ اَشْ اِشْ اُشْ ـ اَصْ اِصْ اُصْ ـ اَضْ اِضْ اُضْ ـ اَطْ اِطْ اُطْ ـ اَظْ اِظْ اُظْ ـ اَعْ اِعْ اُعْ ـ اَغْ اِغْ اُغْ ـ اَفْ اِفْ اُفْ ـ اَقْ اِقْ اُقْ ـ اَكْ اِكْ اُكْ ـ اَلْ اِلْ اُلْ ـ اَمْ اِمْ اُمْ ـ اَنْ اِنْ اُنْ ـ اَوْ اِوْ اُوْ ـ اَهْ اِهْ اُهْ ـ اَيْ اِيْ اُيْ ـ

اَنْتَ ـ كُنْتُ ـ لَهُمْ ـ اَنْتُمْ ـ اَنْفُسِكُمْ ـ عَلَيْهِمْ ـ فَيَغْفِرُ ـ اَلْحَمْدُ ـ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ـ اَيْنَمَ ـ كُنُوْ ـ كُنْتُمْ ـ تَعْلَمُوْنَ ـ وَاِنْ تُبْدُوْا ـ

www.pathagar.com

* (ـّـ) উপরের তিন দাঁতবিশিষ্ট চিহ্নকে তাশদীদ বলে। তাশদীদ দুইবার উচ্চারণ করে পড়তে হবে।

একবার ডানের হরকতবিশিষ্ট অক্ষরের সঙ্গে, আর একবার নিজ হরকতের সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে। যথা ঃ

اَبَّ ـ اِبِّ ـ اُبُّ ـ اَتَّ اِتِّ اُتُّ ـ اَثَّ اِثِّ اُثُّ ـ اَجَّ اِجِّ ـ اُجُّ ـ اَحَّ اِحِّ اُحُّ ـ اَخَّ اِخِّ اُخُّ ـ اَدَّ اِدِّ اُدُّ ـ اَذَّ اِذِّ اُذُّ ـ اَرَّ اِرِّ اُرُّ ـ اَزَّ اِزِّ اُزُّ ـ اَسَّ اِسِّ اُسُّ ـ اَشَّ اِشِّ اُشُّ ـ اَصَّ اِصِّ اُصُّ ـ اَضَّ اِضِّ اُضُّ ـ اَطَّ اِطِّ اُطُّ ـ اَظَّ اِظِّ اُظُّ ـ اَعَّ اِعِّ اُعُّ ـ اَغَّ اِغِّ اُغُّ ـ اَفَّ اِفِّ اُفُّ ـ اَقَّ اِقِّ اُقُّ ـ اَكَّ اِكِّ اُكُّ ـ اَلَّ اِلِّ اُلُّ ـ اَمَّ اِمِّ اُمُّ ـ اَنَّ اِنِّ اُنُّ ـ اَهَّ اِهِّ ـ اُهُّ ـ اَوَّ اِوِّ اُوُّ ـ اَيَّ اِيِّ اُيُّ ـ

www.pathagar.com

رَبَّكَ ۔ فَصَلِّ ۔ يُكَذِّبُ ۔ قَبِّرُ ۔ اُمَّةً ۔ اِنَّكَ ۔ وَاللّٰهُ
عَلٰى ۔ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ ۔ مُحَمَّدٌ ۔ عَرَّفَ ۔
لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ ۔ جَهَنَّمَ ۔ اِنَّمَا ۔

ক্বলক্বলার বিবরণ

ক্বলক্বলার অর্থ নাড়া দেয়া বা আওয়াজ হওয়া।

ক্বলক্বলার অক্ষর পাঁচটি। যথা ঃ ب ج د ق ط

উক্ত পাঁচটি অক্ষরের যে কোনো একটি অক্ষর যদি প্রকৃত সাকিন হয় বা ওয়াকফের কারণে সাকিন হয়, তাহলে ক্বলক্বলা হবে। অর্থাৎ বর্ণটি এমনভাবে উচ্চারণ করবে যাতে করে প্রতিধ্বনি হয়। ক্বলক্বলার উদাহরণ ঃ

لَشَدِيْدٌ ۔ فَانْصَبْ ۔ فَارْغَبْ ۔ وَمَا كَسَبَ ۔
صِرَاطٌ ۔ مَا خَلَقَ ۔ مِنْ مَّسَدٍ ۔ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۔
وَلَمْ يُوْلَدْ ۔ اَحَدٌ ۔

* আর যদি শব্দের মধ্যভাগে ক্বলক্বলার অক্ষর সাকিন

www.pathagar.com

হয়, তাহলে সামান্য পরিমাণ ক্বলক্বলা করে পড়তে হবে। যথা ঃ

يَقْطَعُوْنَ - قِطْمِيْرٌ - يَبْخَلُوْنَ - تَجْهَلُوْنَ - يَدْخُلُوْنَ -

* ر পড়ার বিবরণ ঃ

ر অক্ষরকে মোটা ও চিকন করে পড়ার নিয়ম দুটি। যথা ঃ

ক. ر যবর (ـَ) ر এর উপর পেশ (ـُ) ر সাকিন ডান দিকে যবর (ـَ) ر – সাকিন ডান দিকে পেশ (ـُ)- হলে, ঐ ر কে মোটা করে পড়তে হবে। যেমন ঃ

رَسُوْلٌ - يَرْجِعُوْنَ - تُرْجَعُوْنَ - غُفُوْرٌ - رُسُوْلٌ -

খ. ر এর নীচে যের (ـِ) সাকিন ডানদিকে যের (ـِ) হলে, ঐ ر কে চিকন করে পড়তে হবে। যেমন ঃ

رِزْقًا - فِرْعَوْنَ - مِرْفَقًا - سَعِيْرٌ - خَبِيْرٌ - رِجَالٌ - ذِكْرٌ -

আল্লাহ শব্দে লাম পড়ার বিবরণ ঃ

www.pathagar.com

আল্লাহ শব্দে লাম উচ্চারণ বা পড়ার পদ্ধতি দুটি। যথা ঃ

ক. আল্লাহ শব্দের লাম (ل) এর ডানে যবর (َ) বা পেশ (ُ) হলে সে লামকে মোটা করে পড়তে হবে। যেমন ঃ

وَاللّٰهُ - اَللّٰهُمَّ - اَسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ -

খ. আল্লাহ শব্দে যদি লামের (ل) পূর্বে যের (ِ) বিশিষ্ট অক্ষর হয় তাহলে, সে লাম (ل) কে বারিক (চিকন) করে পড়তে হবে। যেমন ঃ

أَيَاتِ اللّٰهِ - بِسْمِ اللّٰهِ - لِلّٰهِ -

ওয়াজিব গুন্নাহর (وَاجِبْ غُنَّ) বিবরণ ঃ

মীম (م) ও নূন (ن) অক্ষর দুটির উপর তাশদীদ (ّ) হলে, গুন্নাহ করে পড়তে হবে। এ গুন্নাহ ওয়াজিব। (একান্ত জরুরি)

অর্থাৎ আওয়াজকে নাঁকের বাঁশির ভিতরে নিয়ে আটকে পড়তে হবে।

যেমন ঃ هُنَّ - لَمَّا - اِنَّ - عَمَّ - اُمَّةً - جَهَنَّمَ - جَنَّةٌ -

গুন্নাহ মোট চার প্রকার। যথা ঃ

www.pathagar.com

১. ইক্বলাবের গুন্নাহ। যেমন ঃ (مِنْۢ بَعْدِ)
২. ইদগামের গুন্নাহ। যেমন ঃ (مَنْ يَّعْمَلْ)
৩. ইখফার গুন্নাহ। যেমন ঃ (مِنْ قَبْلُ)
৪. ওয়াজিব গুন্নাহ। যেমন ঃ (إِنَّمَا)

নূন সাকিন ও তানবীনের আহকাম

জযমবিশিষ্ট নূনকে (نْ) নূন সাকিন বলে। এবং দুই যবর (ً) দুই যের (ٍ) দুই পেশ (ٌ) কে তানবীন (تنوين) বলে। নূন সাকিন ও তানবীনের মধ্যে পার্থক্য ঃ

ক. নূন সাকিন শব্দের মাঝে এবং শেষেও হতে পারে। যেমন ঃ

اَنْعَمْتَ - اِنْ كُنْتُمْ - مِنْ - عَنْ -

খ. কিন্তু তানবীন কেবলমাত্র কোনো শব্দের শেষ অক্ষরে আসতে পারে। যেমন ঃ

اَوْ قَاعِدًا وَاَكِيْدُ كَيْدًا - رُوَيْدًا - تَوَّابًا - اَفْوَاجًا.

নূন সাকিন ও তানবীনের আহকাম ৪টি। যথা ঃ

www.pathagar.com

১. ইযহার (اِظْهَارَ) ২. ইদগাম (اِدْغَامَ) ৩. ইক্বলাব (اِقْلَابَ) ৪. ইখফা (اِخْفَاءَ)

১. ইযহারের (اِظْهَارَ) বিবরণ ঃ

ইযহার অর্থ স্পষ্ট করে পড়া। ইযহারের অক্ষর ৬টি। যথা ঃ

ء ه ع غ ح خ

নূন সাকিন ও তানবীনের পর কণ্ঠনালী হতে উচ্চারিত এই ছয়টি অক্ষরের যে কোনো একটি অক্ষর আসলে, উক্ত নূন সাকিন ও তানবীনকে ইযহার, অর্থাৎ স্পষ্ট করে পড়তে হবে। এ ছয়টি অক্ষরকে হুরূফে হালকি বলা হয়।

নূন সাকিনের উদাহরণ ঃ

مِنْ أَجَلِ - مَنْ عَمِلَ - مِنْ خَيْرٍ - أَنْعَمْتَ - مَنْ خَلَقَ - فَلَا تَنْهَرْ - مَنْ هُوَ -

* তানবীনের উদাহরণ ঃ

عَلِيْمًا حَكِيْمًا - قَوْلاً غَيْرَ - غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ - حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ - يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ

www.pathagar.com

- رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ - عَذَابٌ اَلِيْمٌ - عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ - لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ -

* ইদগামের (اِدْغَام) বিবরণ ঃ

ইদগাম অর্থ মিলিয়ে পড়া। ইদগাম দু'প্রকার।

(ক) ইদগাম বিলগুন্নাহ (اِدْغَام بِالْغُنَّة) গুন্নাহসহকারে মিলিয়ে পড়া। ইদগাম বিলগুন্নার অক্ষর ৪টি। যথা ঃ م ن و ى (يَنْمُوْ) উক্ত নূন সাকিন ও তানবীনের পর এই চারটি অক্ষরে যে কোনো একটি অক্ষর আসলে, গুন্নাহসহকারে মিলিয়ে পড়তে হবে।

নূন সাকিনের উদাহরণ ঃ

مَنْ يَّفْعَلُ - مَنْ يَّعْمَلْ - مِنْ وَّالٍ - مِنْ مَّالٍ -

তানবীনের উদাহরণ ঃ

سُلْطَانًا نَّصِيْرًا - صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا - خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ - يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ

www.pathagar.com

النَّاسُ - يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ - قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ -
قَوْمٌ يَّعْقِلُوْنَ - وَبَرْقٌ يَّجْعَلُوْنَ -

বিঃ দ্রঃ যদি একই শব্দে নূন সাকিনের পরে ইদগাম বিলগুন্নার অক্ষর আসে, তাহলে ইদগাম না হয়ে, ইযহার হবে।

এরূপ শব্দ পুরা কুরআন মাজীদে মাত্র চারটি স্থানে পাওয়া যায়। এ চারটি শব্দ হচ্ছে ঃ

دُنْيَا - بُنْيَانٌ - قِنْوَانٌ - صِنْوَانٌ -

খ. ইদগাম বিগাইর গুন্নার (اِدْغَامَ بِغَيْرِ غُنَّةٍ) বিবরণ ঃ

ইদগাম বিগাইরি গুন্নাহ অর্থ গুন্নাহ ছাড়া মিলিয়ে পড়া। ইদগাম বিগাইরি গুন্নার অক্ষর দুইট। যথা ঃ ر ل নূন সাকিন ও তানবীনের পর উপরোক্ত দুটি অক্ষরের যে কোনো একটি অক্ষর আসলে, গুন্নাহ ছাড়া মিলিয়ে পড়তে হবে।

নূন সাকিনের উদাহরণ ঃ

مِنْ لَّدُنْ - وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ - مِنْ رَّحْمَةٍ مِنْ رَّبِّهِمْ -

www.pathagar.com

তানবীনের উদাহরণ ঃ

رِزْقًا لَّكُمْ ـ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ـ عَزِيْزٌ رَّحِيْمٌ ـ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ

ইক্বলাবের (اِقْلَابَ) বিবরণ ঃ

ইক্বলাব অর্থ পরিবর্তন বা বদল করে পড়া। ইক্বলাবের অক্ষর ১টি। যথা ঃ ب। নূন সাকিন ও তানবীনের পর ب আসলে, উক্ত নূন সাকিন ও তানবীনকে মীম (م) দ্বারা বদল করে গুন্নাহসহ পড়তে হবে।

নূন সাকিনের উদাহরণ ঃ

مِنْۢ بَاْسٍ ـ جَنْۢبٌ ـ اَنْۢبِيَـاءِ ـ مِنْۢ بَعْـدِ مِنْۢ بَقْلِهَا.

তানবীনের উদাহরণ ঃ

سَمِيْعًۢا بَصِيْرًا ـ كَافِرٍۢ بِهٖ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ـ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ.

www.pathagar.com

ইখফার (اِخْفَاء) বিবরণ ঃ

ইখফা অর্থ গোপন করে পড়া। ইখফার অক্ষর ১৫টি। যথা ঃ

ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك

নূন সাকিন ও তানবীনের পর ইখফার ১৫টি অক্ষরের যে কোনো একটি অক্ষর আসলে, উক্ত নূন সাকিন ও তানবীনকে গুন্নাহসহ গোপন করে পড়তে হবে। অর্থাৎ নাকের বাঁশির ভিতরে হালকাভাবে ধরে রেখে গুন্নাহ করে পড়তে হবে।

ইখফা উচ্চারণের সময় অনেকটা বাংলা (ং) কারের মত হয়।

বিঃ দ্রঃ ইখফা ও ইদগামের পার্থক্য হলো ঃ

ইদগামে তাশদীদ (ّ) হতে হবে। কিন্তু ইখফায় তাশদীদ হবে না।

নূন সাকিনের উদাহরণ ঃ

مِنْ ثَمَرَةٍ مِنْ قَبْلُ - مِنْكُمْ - يَنْكُتُوْنَ - مِنْ كُلِّ اَمْرٍ -

www.pathagar.com

তানবীনের উদাহরণ ঃ

قَوْلاً ثَقِيْلاً ـ كَأْسًا دِحَاقًا ـ ظِلاً ظَلِيْلاً ـ نَفْسًا زَكِيَّةً ـ قَوْلاً سَدِيْدًا ـ جَنَّاتٍ تَجْرِىْ ـ بِدَمٍ كَذِبٍ ـ شَيْءٍ شَهِيْدًا ـ عُمْىٌ فَهُمْ ـ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ـ

মীম (مْ) সাকিনের বিবরণ

জযমবিশিষ্ট মীমকে (مْ) মীম সাকিন বলে। মীম সাকিনের আহকাম ৩টি। যথা ঃ

১. মীম সাকিনের ইখফা (اِخْفَاء)।

২. মীম সাকিনের ইদগাম (اِدْغَام)।

৩. মীম সাকিনের ইযহার (اِظْهَار)।

মীম সাকিনের ইখফার বিবরণ ঃ মীম সাকিনের পর ب অক্ষর আসলে সেই মীম সাকিনের ইখফা করে পড়তে হবে। অর্থাৎ গুন্নাহসহ পড়তে হবে।

মীম সাকিনের ইখফার উদাহরণ ঃ

وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ـ وَهُمْ بَارِزُوْنَ ـ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ ـ قُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ـ

www.pathagar.com

মীম সাকিনের ইদগামের বিবরণ ঃ

মীম সাকিনের পর মীম (م) অক্ষর আসলে, সেই মীমকে গুন্নাহসহকারে মিলিয়ে পড়তে হবে। (ইহার হুকুম ওয়াজিব ইদগাম)

মীম সাকিনের ইদগামের উদাহরণ ঃ

لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ - عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ - خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ - فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ -

মীম সাকিনের ইযহারের বিবরণ ঃ

মীম সাকিনের পর (م) মীম আর (ب) বা ছাড়া, বাকী অক্ষরগুলোর মধ্য থেকে যে কোনো একটি অক্ষর, উক্ত মীম সাকিন ও তানবীনের পর আসলে, যেক্ষেত্রে ইযহার করতে হবে। অর্থাৎ স্পষ্ট করে পড়তে হবে। বিশেষ করে و ও ف এর পূর্বে মীম সাকিন হলে, উক্ত মীম সাকিনকে ইযহার করা, অর্থাৎ স্পষ্ট করে পড়া জরুরি। ইহার হুকুমও ওয়াজিব ইযহার।

মীম সাকিনের ইযহারের উদাহরণ ঃ

اَلَّذِىْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ - وَعَلٰى جُنُوْبِهِمْ

www.pathagar.com

وَيَتَفَكَّرُوْنَ - اَمْثَلُهُمْ - لَهُمْ فِيْهَا - اَلَمْ تَرَ - فَلَهُمْ اَجْرٌ - اَنْعَمْتَ -

ওয়াকফ করার বিবরণ

নিঃশ্বাস শেষ করে পড়ার নাম ওয়াকফ।

এক নজরে দেখুন যে চিহ্নগুলো থাকলে, ওয়াকফ করা না করা, উভয়টাই চলে। যথা ঃ

ط - ج - ز - ص - صلے - قف - ق - لا - م.

এই গোলাকার (০) চিহ্নকে আরবীতে দায়রা (دائرة) বলে।

বিঃদ্রঃ দায়রা ব্যতীত মীম থাকলে, অর্থাৎ শুধু মীম (م) থাকলে, ওয়াকফ করতেই হবে। তাকে ওয়াকফ (لازم) বলে।

আবার দায়রা ব্যতীত লাম আলিফ (لا) থাকিলে। অর্থাৎ শুধু লাম আলিফ (لا) থাকলে, ওয়াকফ করা নিষেধ।

আনা, (أَنَا) শব্দটি পড়ার নিয়ম ঃ

এই (أَنَا) শব্দটি আলিফ যোগ করে লিখতে হবে। কিন্তু উচ্চারণ হবে না।

www.pathagar.com

কুরআন শরীফের শুধু চার জায়গায় লম্বা করে পড়তে হবে। যথা ঃ

১. أَنَابَ সূরা লুকমান ১৫ নং আয়াত।

২. أَنَابُوْ সূরা যুমার ১৭ নং আয়াত।

৩. أَنَامِلَ সূরা আলে ইমরান ১১৯ নং আয়াত।

৪. أَنَاسِىَّ সূরা ফুরকান ৪৯ নং আয়াত।

নূনে কুতনী পড়ার বিবরণ ঃ

(ـً ـٍ ـٌ ن) কুরআন শরীফের মাঝে, দুই শব্দের মাঝ খানে ছোট একটি নূন (ن) দেখা যায়। উভয় শব্দকে মিলিয়ে পড়ার সময় ঐ নূন (ن) ও পড়া যায়। তাকে নূনে কুতনী বলে। যেমন ঃ

جَمِيْعَا نِ الَّذِىْ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ لا نِ الَّذِىْ - لُّمَزَةِ نِ الَّذِىْ -

সাকতা এর বিবরণ

নিঃশ্বাসকে ভিতরে রেখে আওয়াজকে এক আলিফ পরিমাণ বন্ধ করে পড়ার নাম সাকতা। অর্থাৎ কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করার সময় শ্বাস বাকী

www.pathagar.com

রেখে উচ্চারিত স্বর কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রেখে পুনরায় ঐ স্বরের মাধ্যমে পরবর্তী শব্দ বা অক্ষর পাঠ করাকে সাকতা (سكتة) বলে।

বিঃদ্রঃ ওয়াকফ ও সাকতার মধ্যে পার্থক্য হলো ঃ

ওয়াকফের সময় শ্বাস শেষ হয়ে যায়। কিন্তু সাকতার সময় শ্বাস বাকী রাখা জরুরি, নচেৎ আদায় হবে না।

ইমাম হাফস (রহঃ)-এর বর্ণনা অনুসারে সমস্ত কুরআন শরীফে চার জায়গায় সাকতা রয়েছে। যেমন ঃ

১. قَيِّمًا (س) عِوَجًا এর আলিফের মধ্যে। (সূরা কাহ্‌ফ)

২. هٰذَا (س) مِنْ مَّرْقَدِنَا এর আলিফের মধ্যে। (সূরা ইয়াসিন)

৩. رَاقٍ (س) مَنْ এর নূনের মধ্যে। (সূরা কিয়ামাহ)

৪. رَانَ (س) بَلْ এর লামের মধ্যে। (সূরা মুতাফফিফীন)

মাদ্দ (مَدّ) এর বিবরণ

নিঃশ্বাসকে দীর্ঘ করে পড়ার নাম মাদ্দ (مَدّ)।

www.pathagar.com

মাদ্দ যথাক্রমে এক, দুই, তিন এবং চার আলিফ হয়। আর এক আলিফের পরিমাণ হলো ঃ দুইটি হরকত পড়তে যতটুকু সময় লাগে, এক আলিফ টেনে পড়তে ততটুকু সময় লাগে। যেমন ঃ

بَ + بَ = بَا، بِ + بِ = بِيْ بُ + بُ = بُوْ.

তাছাড়া একটি খোলা আঙ্গুলকে, বন্ধ করতে অথবা বন্ধ আঙ্গুল খোলতে যতটুকু সময় লাগে, তাকেই এক আলিফ পরিমাণ মাদ্দ বলে।

উক্ত নিয়ম অনুসারেই, এক, দুই, তিন এবং চার আলিফ টেনে পড়তে হবে।

মাদ্দের আহকাম (اَلْمَدّ اَحْكَامُ)

মাদ্দ শব্দের অর্থ দীর্ঘ করা বা টেনে পড়া কিম্বা বেশী করা। অর্থাৎ মাদ্দের অক্ষরের ডানদিকের হারাকাত (ـَـُـِ) যুক্ত অক্ষরকে দীর্ঘ বা লম্বা করে পড়াকে মাদ্দ (مَدّ) বলে। মাদ্দের অক্ষর তিনটি, যথা ঃ ا - و - ي। মাদ্দ বহু প্রকার আছে। আমরা প্রাথমিক অবস্থায় সহজভাবে, ১১ প্রকার মাদ্দ সম্পর্কে আলোকপাত করব, ইনশাআল্লাহ।

www.pathagar.com

নীচে ১১ প্রকার মাদ্দের বিবরণ দেয়া হলো ঃ

১. নং মাদ্দে তবায়ী (طبعى)।

মাদ্দে তবায়ী বা আসলি বলতে মদের অক্ষরের ডানে বা পরে হামযা (ء) বা সাকিন (ْ) কিম্বা তাশদীদে (ّ) না এলে তাকে মাদ্দে তবায়ী বা আসলি বলে।

যেমন ঃ খালি আলিফ তার ডানে যবর (بَا)

ওয়াও সাকিন তার ডানে পেশ (تُوْ)।

ইয়া সাকিন তার ডানে যের (ثِيْ)।

তাছাড়া, খাড়া যবর (ٰ) যের (ٖ) , উল্টা পেশ (ٗ)—ও এ মাদ্দের অন্তর্ভুক্ত।

মাদ্দে তবায়ীর উদাহরণ ঃ

وَمَا قَلٰى ـ فَلَاتَقْهَرْ ـ مَالَهَا ـ فِيْهَا ـ قَالُوْا ـ

খাড়া যবর, খাড়া যের, ও উল্টা পেশের উদাহরণ ঃ

وَالضُّحٰى ـ إِذَا سَجٰى ـ وَعَلٰى ـ يُخٰدِ ـ فَأَثَرْنَ بِهٖ ـ وَأُمِّهٖ ـ وَأَبِيْهٖ ـ وَصَاحِبَتِهٖ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ ـ وَإِنَّهٗ ـ مَالُهٗ ـ فَأُمُّهٗ ـ

www.pathagar.com

২. নং মাদ্দে বদল (مَدٌّ الْبَدَلُ) এর বিবরণ ঃ

মদের অক্ষরের পূর্বে হামযা অক্ষর আসলে, উক্ত মাদ্দ হয়।

যেমন ঃ اٰمَنَ - اِیْمَانًا - اُوْتِیْ -

যা মূলে ছিলো ঃ اَاْمَنَ - اِاْمَانًا - اُاْتِیْ -

প্রকাশ থাকে যে, শব্দের শুরুতে যদি, হামযা-খাড়া যবর, খাড়া যের, ও উল্টা পেশ হয়। তাহলে উহাও মাদ্দে বদল হবে।

যেমন ঃ اٰلْفِهِمْ - اٰمَنَ الرَّسُوْلُ -

এ মাদ্দের হুকুম জায়েয।

৩. নং মাদ্দে ইওয়ায, (عِوَضْ) এর বিবরণ ঃ

গোল (ة) ব্যতীত, শব্দের শেষে দু'যবর (ً) বিশিষ্ট অক্ষরে যেমন ওয়াকফ করা হয়।

তখন এক যবর (َ) উহ্য রেখে উক্ত অক্ষরকে এক আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়। তাকে মাদ্দে ইওয়ায (عِوَضْ) বলে।

এ মাদ্দের হুকুমও জায়েয।

মাদ্দে ইওয়াযের উদাহরণ ঃ

www.pathagar.com

مِهَادًا ـ لِبَاسًا ـ مَعَاشًا ـ أَلْفَافًا ـ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ـ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ـ فَأَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ـ فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ـ

৪. নং মাদ্দে লীন (مَدّ لِيْنَ) এর বিবরণ ঃ

লীন অর্থ নরম। মাদ্দে লীনের অক্ষর দুটি।

যথা ঃ و - ي

যে স্থলে ওয়াও এবং ইয়া অক্ষর সাকিন হয়ে তার পরের অক্ষরে ওয়াকফ করা হবে এবং উক্ত অক্ষরদ্বয়ের ডানের অক্ষরে যবর হবে। সে স্থলে মাদ্দে লীন হবে।

বিঃদ্রঃ মূলতঃ মাদ্দে লীন ও মাদ্দে আরজী লিসসুকুন একই বিষয়। তবে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে এখানে و ও ي এর পূর্বের অক্ষরে যবর রয়েছে। আরজী লিসসুকুন এর সময় و ও ي এর মোওয়াফেক হারাকাত থাকে।

মাদ্দে লীনের উদাহরণ ঃ

قُرَيْشٍ ـ أَلْبَيْتِ ـ أَلصَّيْفِ ـ أَلْخَوْفِ ـ

www.pathagar.com

৫. মাদ্দে আরজী লিসসুকুনের (مَدُّ الْعَارِضِ لِلسُّكُوْنَ) বিবরণ ঃ

আরজী অর্থ বাধা দানকারী। সুকুন অর্থ জযম। (ـْ /ـ)

মাদ্দের অক্ষরের বাম পাশে ওয়াকফের কারণে সাকিন হলে। তাকে মাদ্দে আরজী লিসসুকুন বলে।

এ মাদ্দ এক থেকে তিন আলিফ পর্যন্ত টেনে পড়া যায়।

এ মাদ্দের হুকুমও জায়েয।

মাদ্দে আরজী লিসসুকুনের উদাহরণ ঃ

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ - يَعْلَمُوْنَ - سَافِلِيْنَ - فِى الْقُبُوْرِ - حِسَابٌ - نَسْتَعِيْنُ - تَعْلَمُوْنَ - فِى الصُّدُوْرِ -

৬. নং মাদ্দে মুনফাসিল (اَلْمَدُّ الْمُنْفَصِلُ) বিবরণ ঃ

মুনফাসিল অর্থ বিচ্ছিন্ন থাকা, সম্পর্কহীন থাকা, সংযুক্ত না থাকা। কোনো শব্দের শেষ অক্ষর যদি মাদ্দের অক্ষর হয় এবং পরবর্তী শব্দের শুরুতে যদি

www.pathagar.com

হামযা হয়, তাহলে ঐ মাদ্দের অক্ষরকে তিন আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হবে। তাকে মাদ্দে মুনফাসিল বলে।

মাদ্দে মুনফাসিলের উদাহরণ ঃ

لَآ أَعْبُدُ - بِمَا أَنْزَلَ - أَلَّذِىْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ - وَمَا أَنْتُمْ - وَمَا أُنْزِلَ قَالُوْا أَمَنَّا - فِىْ أَنْفُسِكُمْ - قُوْا أَنْفُسَكُمْ - أَلَّذِىْ أَطْعَمَهُمْ - قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْ أٰيَةً - إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ -

৭. নং মাদ্দে মুত্তাসিল, (أَلْمَدُّ الْمُتَّصِلُ) বিবরণ ঃ

মুত্তাসিল অর্থ সম্পৃক্ত থাকা, সংযুক্ত থাকা, লেগে থাকা। একই শব্দে মাদ্দের অক্ষরের পর যদি হামযা হয়। তাহলে, মাদ্দে মুত্তাসিল হবে এবং চার আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হবে। এ মাদ্দের হুকুম ওয়াজিব (واجب)।

মাদ্দে মুত্তাসিলের উদাহরণ ঃ

مَنْ يَشَاءُ - مِنَ السَّمَاءِ - حَدَائِقَ - شُهَدَاءَ -

www.pathagar.com

مَلٰئِكَةٌ - أُوْلٰئِكَ - جِيْءَ - سُوْءِ - مَاءَ - جَاءَ -
أَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ -

৮. নং মাদ্দে লাযিম কালমী মুছাক্কাল, (أَلْمَدُّ الاَّزِمُ
الْكَلْمِيْ اَلْمُثَقَّلُ)। বিবরণ ঃ

লাযিম অর্থ জরুরি, আবশ্যকীয়। যদি মাদ্দের অক্ষরের পর তাশদীদ যুক্ত সাকিন অক্ষর একই শব্দের মধ্যে আসে তাহলে, মাদ্দে লাযিম কালমী মুছাক্কাল হবে।

এ মাদ্দ চার আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হবে। এ মাদ্দের হুকুম লাযিম --। মাদ্দে লাযিম কালমী মুছাক্কালের উদাহরণ ঃ

أَتُحَاجُّوْنِّيْ - وَلاَ الضَّآلِّيْنَ - وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ - مَا
الْحَاقَّةُ - فَاِذَا جَاءَتِ الصَّآخَّةُ - أُدْخُلُوْا فِي
السِّلْمِ كَافَّةً - فَإِذَا جَاءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى -

৯. নং মাদ্দে লাযিম কালমী মুখাফফাফ, (اَلْمَدُّ
الاَّزِمُ الْكَلْمِيْ الْمُخَفَّفُ)। মুখাফফাফ অর্থ যাকে

www.pathagar.com

হালকা করা হয়েছে। অর্থাৎ যার উপর সাকিন পতিত হয়েছে।

একই শব্দে মাদ্দের অক্ষরের বামে বা পরে সাকিন আসলি হলে। তাকে মাদ্দে লাযিম কালমী মুখাফফাফ বলে।

এ মাদ্দ চার আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হবে।

এ মাদ্দের হুকুমও লাযিম (لازم)।

বিঃদ্রঃ এ মাদ্দ কুরআন মাজীদে মাত্র একটি শব্দ দুই জায়গায় পাওয়া যায়।

যেমন ঃ آلْئٰنَ ـ آلْئٰنَ

১০. নং মাদ্দে লাযিম হরফী মুছাক্কাল, (اَلْمَدُّ اللَّازِمُ اَلْحَرْفِىُّ اَلْمُثَقَّلُ) বিবরণ ঃ

এই মাদ্দ এর সাকিন পরবর্তী অক্ষরের সাথে ইদগাম হলে, তাকে মাদ্দে লাযিম হরফী মাছাক্কাল বলে।

অর্থাৎ শব্দের মধ্যে না হয়ে যদি অক্ষরের মধ্যে মাদ্দের অক্ষরের পর তাশদীদ যুক্ত সাকিন অক্ষর আসে তাহলে মাদ্দে লাযিম হরফী মুছাক্কাল হবে।

এ মাদ্দের চার আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হবে।

www.pathagar.com

এ মাদ্দের হুকুম লাযিম। (لازم)

মাদ্দে লাযিম হরফী মুছাক্কালের উদাহরণ ঃ

الٓمٓ - طٰسٓمٓ - يٰسٓ -

১১. নং মাদ্দে লাযিম হরফী মুখাফফাফ, (اَلْمَدُّ اللَّازِمُ اَلْحَرْفِىُّ اَلْمُخَفَّفُ)

একই অক্ষরে মাদ্দের অক্ষরের পর সাকিন আসলী এলে এবং তার পরবর্তী অক্ষরের সাথে ইদগাম না হলে তাকে মাদ্দে লাযিম হরফী মুখাফফাফ বলে।

এ মাদ্দ চার আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হবে।

এ মাদ্দের হুকুম' লাযিম (لازم)।

মাদ্দে লাযিম হরফী মুখাফফাফের উদাহরণ ঃ

ن - ق - ص - حٰمٓ - الٓر

বিঃদ্রঃ উক্ত মাদ্দের জন্য ৮ টি অক্ষর নির্দিষ্ট রয়েছে। যেমন ঃ

س - ص - ع - ق - ك - ل - م - ن -

পূর্বাধ্যায়ের পুনরালোচনা

www.pathagar.com

প্রথমতঃ মাদ্দ মোট ১১ প্রকার ঃ

১. মাদ্দ আসলি বা তবায়ী। ২. মাদ্দ বদল।

৩. মাদ্দ ইওয়ায। ৪. মাদ্দ লীন।

৫. মাদ্দ আরজী লিসসুকুন। ৬. মাদ্দ মুনফাসিল।

৭. মাদ্দ মুত্তাসিল। ৮. মাদ্দ লাযিম কালমী মুছাক্কাল।

৯. মাদ্দ লাযিম কালমী মুখাফফাফ ১০. মাদ্দ লাযিম হরফী মুছাক্কাল।

১১. মাদ্দ লাযিম হরফী মুখাফফাফ।

দ্বিতীয়তঃ মাদ্দ এর হুকুম তিন প্রকার ঃ

১. মাদ্দ জায়েয। ২. মাদ্দ ওয়াজিব। ৩. মাদ্দ লাযিম।

তৃতীয়তঃ মাদ্দ এর শর্তসমূহ তিন প্রকার ঃ

১. খালি আলিফ (ا) তার পূর্বের অক্ষরে ফাতহ (যবর ـَ) হওয়া।

২. ওয়াও সাকিন (وْ) তার পূর্বের অক্ষরে দাম্মা (পেশ ـُ) হওয়া।

৩. ইয়া সাকিন (يْ) তার পূর্বের অক্ষরে কাসরা (যের ـِ) হওয়া।

চতুর্থতঃ মাদ্দ এর কারণসমূহ প্রধানত ঃ দুই প্রকার ঃ

www.pathagar.com

১. লফজী, (শব্দগত)। এটা আবার দু'প্রকার ঃ

(ক. হামযার কারণে। খ. সাকিনের কারণে।

২. মানুভী (অর্থগত)।

যেমন না-সূচক জায়গায় সম্মান প্রদর্শনের জন্য মোবালেগা, (مُبَالِغَةٌ) বা বেশী টেনে লম্বা করে পড়া।

যেমন ঃ ـ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ـ

هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ. (يونس : ٥٨)

অর্থ ঃ (হে নবী আপনি) বলুন ঃ এটা আল্লাহর দয়া ও করুণা যে তিনি এটা পাঠিয়েছেন। এর জন্য তো লোকদের খুশি হওয়া উচিত। এটি সকল সঞ্চয়ের থেকে উত্তম। (সূরা ইউনুস-৫৮)

অর্থাৎ মানুষের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড় দয়া, করুণা ও রহমত হলো তিনি কুরআনের মতো একখানা কিতাব পৃথিবীতে নাযিল করেছেন, এই কুরআনের মতো এতো বড় নেয়ামত পেয়ে গোটা

www.pathagar.com

বিশ্বের সমস্ত মুসলমানদের খুশি হওয়া উচিত। কারণ, মুসলমানদের জন্যে কুরআনের মতো বিশুদ্ধ ও পবিত্র বস্তুর বিকল্প আনন্দ পৃথিবীতে আর নেই। এ কুরআন এমন এক কিতাব, পৃথিবীর মানুষ যা কিছু অর্জন করেছে, এটি এর চেয়ে উত্তম। মানুষ কত কিছু অর্জন করেছে, যেমন নারী-গাড়ি, বাড়ি, ব্যবসা-বাণিজ্য, মণিমুক্তা, রূপা, ও সোনার খনিসহ আরো কত কিছু। কিন্তু এ সবকিছুর চেয়ে কুরআন হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বস্তু।

এ সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন ঃ

لَا تُحْصٰى عَجَائِبُهُ وَلَاتُبْلٰى غَرَائِبُهُ فِيْهِ مَصَابِيْحُ الْهُدٰى وَمَنَارِ الْحِكْمَةِ ـ

অর্থ্যৎ কুরআন কোনোদিন পুরাতন বা জীর্ণ হবে না, এর গুরুত্ব ও বিস্ময়কারিতা কখনো শেষ হবে না, এ কুরআন হচ্ছে, হেদায়াতের মশাল এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আলো। এখানেই শেষ নয় ঃ কিয়ামতের দিন কেউ কারো জন্যে কোনো কিছু করতে পারবে না, সেই কঠিন দিনে কুরআন আপন পাঠকের জন্যে

www.pathagar.com

আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে। অতএব আসুন, শুদ্ধ করে কুরআন তিলাওয়াত শিখে এর উপর আমল করে, কিয়ামতের ময়দানে নিজের নাজাতের ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করি। আল্লাহ তায়ালার কাছে এই তাওফীক কামনা করছি। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ.

আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আ-লা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাইন। ■

www.pathagar.com

আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন বাংলাবাজার মগবাজার
www: ahsanpublication.com

www.pathagar.com